TERRORISM & ZIHAD
সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

এম হাসানুজ্জামান
বি. এস. এস. (সম্মান) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ সফিউল্লাহ (সফি)
বি.এস. এস (সম্মান) অর্থনীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন–ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	৭
প্রকাশকের কথা	৮
ডা. জাকির নায়েকের জীবনী	৯
আমেরিকায় ধর্মীয় স্বাধনিতা	১৫
আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৬
আমেরিকার দৃষ্টিতে গণতন্ত্র	১৭
সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	১৭
মৌলবাদ শব্দটির অর্থ কি?	১৮
সন্ত্রাসবাদ কি?	২০
জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা	২২
জিহাদ কি শুধু মুসলমানরাই করে?	২৪
জিহাদ ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য	২৫
সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ	২৮
শয়তান ও শয়তানের দেখানো পথ কি?	২৯
মিডিয়া বনাম ইসলাম	৩২
যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা	৩৫
ইসলামের প্রসার ঘটেছে কি তরবারির মাধ্যমে?	৩৮
প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪২
পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে কেন?	
ওসামা বিন লাদেনের মতাদর্শ ও ইসলাম	
১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে?	
যে কারণে আল্লাহ কিছু মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান?	
সন্ত্রাসী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয় কেন?	
মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠন বাড়ার কারণ কি?	
প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না	
বিশ্বাস আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোরআন পড়া	
প্রমাণ হতে হবে অকাট্য	
কেন ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে	
ইমাম খোমেনি সালমান রুশদী সম্পর্কে যে ফতোয়া জারী করেন সেটা সঠিক ছিল কি না	
ইসলামে সহনশীলতা	
বুদ্ধমূর্তি আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না	
ইসলাম অন্য ধর্মের দেবতাদের অপমান করা সম্পর্কে কি বলে	
কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী	
ইসলামকে কেন শান্তির ধর্ম বলা হয়	
ইসলাম ও সন্দাসবাদ	৬৯-৭৯

بسم الله الرحمن الرحيم

আমেরিকায় ধর্মীয় স্বাধনিতা

ডা. রিচার্ড হেইনস ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মুখ্য বিষয়। একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকানরা ধর্ম মানে না। আমি মনে করি এটা সঠিক নয়। আমেরিকানরা খুবই ধর্মানুরাগী। ধর্ম আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের কাছে এটা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যখন একটি ধর্ম গ্রহণ করে, তখন সে একই সাথে ঐ ধর্মের ভাগ্য ও পরিণতিও গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার নিজের পরিবারের কথাই বলতে পারি। আর আমি এটা সাজিয়ে বলছি না। আমার নিজের পরিবারেই রয়েছে একজন মেথোডিস্ট খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ, আরেকজন ইহুদী, আছে একজন ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথলিক, একজন শিয়া মুসলিম আর সবশেষে একজন রোমান ক্যাথলিক। এভাবে আপনি বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারেই দেখতে পাবেন যে, এক এক লোক এক এক ধর্ম পালন করছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের ব্যাপারে খুবই আবেগপ্রবণ।

আমি ভারতে বিশেষত শ্রীনগর ও চেন্নাইতে যে লড়াইটা দেখেছি, সে লড়াইটা যারা ধর্ম মানে আর যারা মানে না তাদের মধ্যে নয়। লড়াইটা আসলে তাদের মধ্যে যারা সব ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল। আর যারা কোন ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল নয়। ইউনাইটেড স্টেটস বললেই মনে হবে কোকাকোলা, পেপসি, এমটিভিসহ উপভোগের আরো অনেক সামগ্রীর কথা। যা আপনি শুধু উপভোগই করবেন। যেগুলো জীবনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আমি বলব যে, আমেরিকা আমাদের পৃথিবীকে দিয়েছে সহিষ্ণুতা আর স্বাধীনতা। আরও শিখিয়েছে এ সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করা। আমেরিকা পৃথিবীতে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য চায়, চায় প্রত্যেকটা মানুষ সম্পূর্ণ নিজের মত করে স্বাধীনতা উপভোগ করুক। আমেরিকা এমন কোন পৃথিবী চায় না যা শুধু আমেরিকাই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। বরং আমরা চাই যে, আপনারা সবাই আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবেন, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি স্বাধীনতার পথে।

আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আর এ আমেরিকা চায় এমন একটা পরিবেশ যেখানে সবাই বেছে নিতে পারবে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমেরিকার এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সবার সামনে ভাল সাজার জন্যেও নয়। কারণ, এটা সবার জন্য ভালো। আমেরিকা বিশ্বাস করে শান্তিতে। আমেরিকা আরো বিশ্বাস করে যে, সমস্ত পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে আমরা চাই স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস চালায়। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব, লড়াই করব, যাতে আমরা এ সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে পারি। সাধ্যমতো চেষ্টা বলতে আমি বোমা, প্লেন, বন্দুক, ছুরি এগুলো বোঝাইনি। আমি বলছি, ভাল শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর পানি, স্যানিটেশন, সুস্বাস্থ্যের কথা। বলছি যাবতীয় হিসেবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা।

আমি বলছি, আপনার সরকারকে সহযোগিতা করার কথা। পাশাপাশি অন্য দেশের সরকারকেও অপরাধ দমনের জন্য সাহায্য করা। আমি বলছি, মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ বন্ধের কথা, এটা থেকেই অনেক সন্ত্রাসী তৈরি হয়। আমি বলতে চাচ্ছি মাদক পাচার বন্ধ করার কথা, যেখানে অন্য মানুষ তাদের ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারটাই আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের মূলকথা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধটাই সবার নজরে পড়ে। যেখানে আসলে আপনি, আমি ও আমরা সবাই এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকা যে কোনভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদের বলছি, এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ধারণা।

আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানও রয়েছেন। রয়েছে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফ্রিকা আর ভারতের মুসলমান। আর তাই আমেরিকার এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ– মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এটা আমেরিকা বনাম ইসলামের যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধের এক পক্ষ আমরা, যারা এখানে বসে আছি মানব সভ্যতার পক্ষ নিয়ে। অন্যপক্ষ তারা, যারা এ মানব সভ্যতা ধ্বংস করতে চায়। এ সব বিপদের মোকাবেলা করতে আর আমাদের আশা জাগিয়ে রাখতে আমেরিকা অতীতে এবং বর্তমানে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারতের মত দেশের সাথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমেরিকা কাজ করে

যাচ্ছে। আমরা জানি যে শুধু এক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি সেটা যদি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও হয়, সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও জানতে চাই। কারণ, আমরা জানি যে গণতন্ত্র পুরোপুর নিখুঁত নয়।

আমেরিকার দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতার প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলকথা। এটাই আমাদের কাছে মুখ্য বিষয়, ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিষয়টা। আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। ইন্ডিয়া আমেরিকার মতই বিভিন্ন জাতির মানুষের এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মত আপনাদের সংবিধানও ভারতের সব মানুষকে তার নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দেয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। আমি বলব, না। যে আমেরিকা মনে করে এটাই ঠিক। আমি বলব, না যে, প্রত্যেক আমেরিকান এটা বিশ্বাস করে, যতটা গভীরভাবে আমি বিশ্বাস করি সহিষ্ণুতায়। তবে আমি আপনাদের কাছে শপথ করে বলছি যে, সব ধর্মের স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা আমাদের মূল আদর্শ।

একইভাবে ভারতে এটাই আপনাদের মূল আদর্শ। সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকা আর ভারতের উচিত স্বাধীনতাকে সমর্থন করা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আর তাই আসুন! আমাদের সাথে যোগ দিন— আমরা যুদ্ধ করি স্বাধীনতার জন্য, ধর্ম পালনের স্বাধীনতার জন্য, এমন একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখানে বসে থাকা এ শিশুটি দেখবে। যেটা ভবিষ্যতে আপনার সন্তান দেখবে। আর সেটা নির্ভর করবে এ কঠিন সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা আর সহযোগিতার ওপর। যাহোক, স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতার প্রতি আমাদের আদর্শের এ মিল এক সুঁতোয় বাঁধা। আমাদের মিলটা বা সাদৃশ্যটা খুবই মূল্যবান। এটা আমাদের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কাজ করে যাব আপনাদের আর আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ।

সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

আবদুল হাকিম ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. জাকির নায়েকের সাথে। ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক হলেন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তাঁর প্রেরণাতেই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এ প্রচেষ্টা– ইসলামকে

সঠিকভাবে বুঝতে পারা আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলো দূর করা। পেশায় একজন ডাক্তার হলেও বর্তমানে তিনি ইসলামের আদর্শ পৃথিবীর সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চান। মাত্র ৩৬ বছর বয়স থেকেই পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি, যুক্তি, বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেন এবং অকাট্যভাবে ইসলামের নামে ভুল ধারণাগুলি খণ্ডণ করেন।

ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেন। ডা. জাকির তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং স্বতঃস্ফূর্ত আর অকাট্য উত্তরের জন্য বিখ্যাত। যেখানে দর্শকরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাঁর বক্তৃতার পরে কারো কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করতে পারেন, তিনি গত ৬ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর এই ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ৬০০রও অধিক বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর বই লিখেছেন অসংখ্য। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ সম্মানিত প্রধান অতিথি ডা. রিচার্ড হেইনস, ডা. অমর সিনহা, মিস্টার কৃষ্ণা অর্চন চৌরাসিয়া, অন্যান্য অতিথি এবং আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের ইসলামিক শুভেচ্ছার সাথে স্বাগতম জানাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমত, বরকত ও শান্তি আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক। আজকের বিকেলের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদ। আপনাদের হয়ত জানা আছে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ২০ জন লোক হচ্ছে মুসলমান। অর্থাৎ, পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোক হলো মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মের বেশিরভাগ মানুষেরই ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারপরও ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ গতিতে বেড়েই চলেছে। এসব ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে।

মৌলবাদ শব্দটির অর্থ কি?

বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাটি এক নম্বরে রয়েছে ইসলামে। যখন কোন ব্যক্তি একজন মুসলমান সম্পর্কে শোনে বা জানে, তার মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি একজন মুসলমান? নাকি একজন জঙ্গি সন্ত্রাসী? মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কি? একজন মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন একটি বিষয়ে মৌলিকত্বকে কঠোরভাবে মেনে চলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি

একজন ডাক্তারকে ভাল ডাক্তার হতে হয়, তবে তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যদি সে একজন মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে কখনোই ভালো ডাক্তার হতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানীকে ভালো বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যদি সে ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে কখনোই ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

একজন গণিতবিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। গণিতবিদকেও একজন মৌলবাদী হতে হবে। যদি গণিত বিষয়ে তিনি মৌলবাদী না হন, তাহলে কখনোই তিনি ভালো গণিতবিদ হতে পারবেন না। আপনি সকল মৌলবাদীকে এক পাল্লায় ওজন দিতে পারেন না। কারণ ভালোও আছে মন্দও আছে। তাদের মধ্য থেকে মৌলবাদের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে বিচার করতে হবে কে ভালো মানুষ, আর কে খারাপ মানুষ? যেমন একজন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত অথবা চোর হয়, যার পেশা হচ্ছে ডাকাতি বা চুরি করা, সমাজের জন্য অবশ্যই সে একটি অভিশাপ। সে কখনোই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। অন্যদিকে আপনি যদি একজন প্রকৃত ডাক্তারকে দেখেন যার কাজ হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা। তাহলে সে সমাজের জন্য উপকারী, একজন ভালো মানুষ। তাই সকল মৌলবাদীকে একই মাপকাঠিতে পরিমাপ না করে, যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা উচিত।

আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি।

কারণ, আমি জানি, মানি এবং ইসলামের মৌলিকত্বকে ঠিকভাবে পরিচর্যা করি এবং আমি এও জানি, ইসলামে মানবতা বিরোধী কোন মৌলিকত্ব নেই এবং চ্যালেঞ্জ করতে পারি, পৃথিবীতে একটি মানুষও পাওয়া যাবে না, যে প্রমাণ দেখাতে পারবে যে, ইসলামের মৌলিকত্ব মানবতা বিরোধী। এমন কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে ইসলামের শিক্ষা ও কোরআনের শিক্ষা মানবতা বিরোধী। যখন আপনি এর একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করবেন, এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন, তখন একটি মানুষও পাওয়া যাবে না যে বলবে, ইসলামের মৌলিকত্বের মধ্যে মানবতা বিরোধী কিছু আছে। এ কারণে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, একজন হিন্দুকে পরিপূর্ণ হিন্দু হতে হলে, হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে সে একজন পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পারবে না। একজন খ্রীস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিকে খ্রীস্টান ধর্মে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে হলে তাকে খ্রীস্টান ধর্মে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে সে একজন পরিপূর্ণ খ্রীস্টান নয়।

যদি আপনারা ওয়েবস্টারের অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী শব্দটি আবিষ্কারের পর একদল আমেরিকান খ্রীস্টানদের বর্ণনা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। যাদেরকে বলা হতো প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টান। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা গীর্জার প্রতি আপত্তি জানায়। পূর্বে খ্রীস্টান গীর্জায় এটি বিশ্বাস ছিল যে, বাইবেলের আদেশ সব ছিল খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টানরা প্রতিবাদ করে বলে যে, শুধু বাইবেলের আদেশই নয়... আদেশ, শব্দ, বর্ণ সব কিছুই খোদা প্রদত্ত। যদি কোন মৌলবাদী প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদা প্রদত্ত, তাহলে সেই মৌলবাদীদের এ পদক্ষেপ একটি সফল পদক্ষেপ। আর কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদা প্রদত্ত নয়, তাহলে সেটি ভালো পদক্ষেপ নয়। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করে থাকেন। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণটি পড়েন, তাহলে দেখবেন, সেখানে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। সেটা হল, মৌলবাদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোন ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করেন, বিশেষ করে ইসলাম। পরিবর্তিত সংস্করণে "বিশেষ করে ইসলাম" শব্দগুলো যোগ করা হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি মৌলবাদী শব্দটি শোনেন, তখনই আপনি একজন মুসলমানের কথা চিন্তা করেন যে কি-না সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসবাদ কি?

সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে, ডা. জাকির নায়েক এসব কি কথা বলছেন যে, প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটা কি? সন্ত্রাসীর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে অন্যায়ভাবে সমাজে মানুষকে ভয় দেখায়। একজন ডাকাত যদি কোন পুলিশকে দেখে ভয় পায়, তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসী। তাই এ ধারণার ভিত্তিতে ডাকাতের কাছে প্রতিটি মুসলমানই একজন সন্ত্রাসী। যখন একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষণকারী একজন মুসলমানকে দেখে, সে ভয় পায়। এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। আমি মনে করি, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অন্য কোন নিরীহ ব্যক্তিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে কোন মুসলমান নিরীহ কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না।

মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা অনুসারে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে দুটি ভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ষাট বছর পূর্বে আমরা যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিলাম, তখন কিছু ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। এ সব ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কাছে সন্ত্রাসী নামে পরিচিত ছিল। আবার এ সকল ব্যক্তি সাধারণ ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, কিন্তু পরিচয় হচ্ছে দু'টো। একদলের কাছে তাদের পরিচয় সন্ত্রাসী, আরেক দলের কাছে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন লেবেলে ফেলতে হলে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, সেই ব্যক্তিকে ঐ লেবেলে ফেলার কারণ কি? আপনি যদি ব্রিটিশ সরকারের সাথে একমত হন যে, ব্রিটিশদের উচিত ভারত শাসন করা, তাহলে আপনি এ ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ ভারতবাসীর সাথে একমত হন, যে ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল শুধু ব্যবসা করতে, শাসন করতে নয়, তাহলে আপনি এদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলবেন। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, পরিচয় হচ্ছে তার দু'টো। এখন আমি আপনাদের কাছে একজনের নাম বলব। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলা। যিনি নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে শ্বেতাঙ্গদের সরকার ম্যান্ডেলাকে আখ্যায়িত করেছিল একজন সন্ত্রাসী হিসেবে। আর আফ্রিকানদের কাছে ঐ ম্যান্ডেলাই একজন বীর হিসেবে পরিচিত। একই ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গরা বলল সন্ত্রাসী আর কৃষ্ণাঙ্গরা বলল বীর। একই কর্মকাণ্ড কিন্তু দু'টি ভিন্ন স্তর।

আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছে, তাহলে আপনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী মনে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে নি তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা আপনার নিকট একজন বীর হিসেবে সম্মানিত হবেন।

যেমন আল-কোরআনে সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ .

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি নর-নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।" — (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'য়ালার চোখে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন মুত্তাকী। আল্লাহ মানুষের বর্ণ, লিঙ্গ, সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করেন না। বিচার করেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। তাকওয়া হল নিরপেক্ষতা, ধর্মতান্ত্রিকতা এবং খোদার প্রতি সচেতনতা। যদি আপনি কোরআন এবং যেভাবে আমাদের মহানবী ﷺ বিদায় হজ্জের সময় বলেছিলেন যে, আজ থেকে সমস্ত ভেদাভেদ শেষ হয়ে গেল– এ কথার সাথে একমত হন। তিনি বলেন— অনারবদের কাছে কোন আরবরা শ্রেষ্ঠ নয়। আরবদের কাছে কোন অনারব শ্রেষ্ঠ নয়। শ্বেতাঙ্গদের কাছে কোন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে কোন শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। একমাত্র উত্তম চরিত্র ছাড়া। তাই যদি আপনি কোরআনের দৃষ্টি এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর সাথে একমত হন, তাহলে আপনি ম্যান্ডেলাকে সন্ত্রাসী না বলে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করবেন, যে তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে কোন স্তরে ভাগ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই এর যথাযথ কারণ দেখাতে হবে।

যদি কোন মুসলমান মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে এবং আপনি একজন অমুসলিম হয়ে যদি সেই মূর্তি ভেঙ্গে দেন, আর তাতে যদি পুরো মুসলিম বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করব। কারণ, মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা

ইসলামে আলোচিত ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো 'জিহাদ'। জিহাদের অর্থ সম্বন্ধে শুধুমাত্র অমুসলমানদের মাঝেই নয়, এমনকি মুসলমানদের মাঝেও ভুল ধারণা আছে। বেশির ভাগ মানুষই, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক, তারা মনে করে যে, কোন মুসলমান যুদ্ধ করুক যে কোন যুদ্ধ যে কোন কারণেই করুক না কেন সেটা যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে, দেশের ব্যাপারে হতে পারে, ভাষাগত ব্যাপারে হতে পারে, যে কোন কারণেই মুসলমানরা যুদ্ধ করলেই সেটা হল জিহাদ।

অমুসলমানরা এমনকি মুসলমানরাও একটি বড় ভুল করে যে, যে কোন মুসলমান যুদ্ধ করলেই তাকে জিহাদ নাম দেয়। এই 'জিহাদ' শব্দটা এসেছে আরবী

শব্দ 'জাহদাহ' থেকে, যার মানে হল চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, উদ্যমী হওয়া। ইসলামিক অভিধান অনুযায়ী জিহাদ অর্থ কারো অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করা। জিহাদের অর্থ হলো চেষ্টা করা। সমাজের উন্নতি করা। এর মানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করাকেও বুঝায়। এর অর্থ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। জিহাদ যে মূল শব্দ 'জাহদাহ' থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ছাত্র চেষ্টা করে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাকে আরবীতে বলে সে জিহাদ করছে। আমরা বলি সে চেষ্টা করেছে। সে পরীক্ষায় পাশের জন্য পরিশ্রম করেছে। যদি কোন চাকুরীজীবী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তার মনিবকে খুশি করার জন্য সে ভাল কাজ দিয়েই করুক আর খারাপ কাজ দিয়েই করুক, সেটাই হলো জিহাদ।

একজন চাকুরীজীবী তার সর্বশক্তি দিয়ে মনিবকে খুশী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা। কোন রাজনীতিবিদ যদি ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেটা ভালোভাবে হোক আর খারাপভাবেই হোক, সেটাকেই আরবীতে বলা হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ সম্বন্ধে আরো একটি ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে আছে। যে কোন মানুষই ভাবে, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক 'জিহাদ' শুধুমাত্র মুসলমানরাই করে থাকে। মূলত কোরআনের বাণীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, অমুসলানরাও জিহাদ করে থাকে। পবিত্র কোরআনে সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

"আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছি, ঠিক যেভাবে তাদের মা অনেক যন্ত্রণা পেয়ে জন্ম দিয়েছেন এবং বছরের পর বছর লালন-পালন করেছেন। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"

এরপর সূরা লুকমানের ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

"যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করতে বলে এমন সব ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর তারা পৃথিবীতে সদ্ব্যবহার পাবার অধিকার রাখে।"

কোরআনে আছে, যদি পিতা-মাতা তোমাদের চাপ দেয়, চেষ্টা করে, জিহাদ করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করানোর জন্যে, তাহলে তাদের অমান্য কর।

কোরআন বলছে, অমুসলিমরাও জিহাদ করে। একই কথা বলা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সূরা আনকাবুতের ৮নং আয়াতে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আর তারা যদি অজ্ঞভাবে তোমাকে আমার সাথে শরীক করতে বলে তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।"

জিহাদ কি শুধু মুসলমানরাই করে?

আমরা কোরআন থেকে জানতে পারি যে, শুধু মুসলিমরাই নয়, এমনকি অমুসলিমরাও জিহাদ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ـ

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং যারা কুফুরী করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"

এখানে বলা হচ্ছে যে, শয়তানও জিহাদ করে। তাহলে আরবী শব্দ 'জিহাদ' এর অর্থ হল চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা। উপযুক্ত কারণে বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর খারাপ লোকেরা সংগ্রাম করে শয়তানের পথে। তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিস শয়তান। তাহলে জিহাদ

দুই প্রকার। ভাল জিহাদ আর মন্দ জিহাদ। অর্থাৎ, সংগ্রাম করা ভালোর জন্যে, সংগ্রাম করা খারাপ কিছুর জন্যে। তবে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি তেমন কিছু বলা না হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, এ জিহাদ ভালো কিছুর জন্যে। এটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এ জিহাদ আল্লাহ তায়ালার পথে। আল্লাহ যদি বিশেষভাবে কিছু না বলেন তাহলে এটা ধরে নেয়া হয় যে, যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করা হবে, এটার অর্থ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

জিহাদ ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য

আরো একটা ভুল ধারণা আছে যে, বেশির ভাগ মানুষ, মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, তারা মনে করে যে, জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। সত্যি বলতে, যদি আপনি কোরআন পড়েন, তাহলে দেখবেন, পবিত্র কোরআনের কোন জায়গায়ও পবিত্র যুদ্ধ শব্দটা ব্যবহার করা হয় নি। একটি সহীহ হাদীসেও পাবেন না যেখানে এ কথাটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন। আরবী অনুবাদ করলে Holy War হোলিওয়ার শব্দটির ইংরেজি থেকে যেটা দাঁড়ায়, সেটা 'হারবুম মুকাদ্দাসা' যার অর্থ পবিত্র যুদ্ধ। এ শব্দটা কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ওরিয়েন্টালিস্টরা। যখন থেকে তারা ইসলামের ওপর বই লিখতে শুরু করেছিল।

আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও জিহাদের অনুবাদ করেন পবিত্র যুদ্ধ। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ একজন ভুল করে ইসলামের কোন কিছুর ব্যাখ্যা দেয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও ইংরেজীতে তা অনুবাদ করেন। আর তারা মনে করেন জিহাদ শব্দটার সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজি হল 'হোলিওয়ার'– যেটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআনে উল্লেখ আছে 'কিতাল' শব্দটি যার অর্থ যুদ্ধ, যার অর্থ হত্যা করা। এখানেও যুদ্ধ দুই প্রকার। হত্যা করা দুই প্রকার। ভাল কিছুর জন্য হত্যা করা আর খারাপ কিছুর জন্য হত্যা করা। পবিত্র কোরআনে সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কুফুরী করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।"

তাহলে বিশ্বাসীরা যুদ্ধ করবে শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তার অর্থ খারাপ লোকেরা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। আর ভাল লোকেরা যুদ্ধ করে মহান স্রষ্টার পথে। তাহলে জিহাদের অর্থ কোনভাবেই পবিত্র নয়।

আর কিতালের অর্থ যুদ্ধ করা। কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে। আর কিতাল ফি সাবিলিশ শয়তান অর্থ– যুদ্ধ করা শয়তানের পথে। জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বহু নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্জের ৭৮ নং আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ

" আর তোমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো যেভাবে তা করা উচিত।"

পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ২০ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করেছে তাদের জন্য আল্লহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার আর তারাই সফলকাম।".

এর অর্থ হল– এখানে বলা হচ্ছে যে, সেসব লোক যারা হিজরত করে, আর সংগ্রাম করে, জিহাদ করে, চেষ্টা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে, ভাল কাজ করে, যাবতীয় সম্পদ দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে, এ লোকগুলো পরবর্তী জীবনে সম্মান পাবে এবং তারা জান্নাতে যাবে।

একই কথা মহানবী ﷺ-এর হাদীসে উল্লেখ আছে। সহীহ বুখারীর চতুর্থ খণ্ডে ৪৬নং হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, একজন 'মুজাহিদ' যে

চেষ্টা করে আল্লাহ তা'য়ালার পথে, আর আল্লাহ নিজেই জানেন কোন্ মানুষটা তাঁর পথে জিহাদ করেছে আন্তরিকতার সাথে। যেমন একজন মানুষ নিয়মিত রোযা রাখেন আর নামায পড়েন। আর যদি কোন ব্যক্তি, যে একজন মুজাহিদ, আল্লাহর পথে চেষ্টা করেন, যদি তিনি নিহত হন, তিনি জান্নাতে যাবেন।

আর যদি তিনি ফিরে আসেন, তিনি আসবেন গনীমতের মালসহ বড় পুরস্কার নিয়ে।

জিহাদ শব্দটা পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে সূরা আনকাবুতের ৬ নং আয়াতে বলেছেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"আর যে ব্যক্তি জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বাবাসীর কারো নিকট মুখাপেক্ষী নন।"

তার মানে আপনি যদি চেষ্টা করেন আল্লাহ তায়ালার পথে, তাহলে আপনি নিজের জন্যেই চেষ্টা করছেন। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালার কোন অভাব নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পথে, সেটা আপনার নিজের জন্যই ভালো। এটা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ভালোর জন্য নয়। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি স্বনির্ভর। তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন, এখানে বলা হচ্ছে সেটা আপনার ভালোর জন্য। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ـــ

"হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, তোমার পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসায় যার ব্যাপারে তোমরা আশংকা কর

এবং এমন বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর– এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা হতে অধিকতর ভালোবাসার বস্তু হয় তাহলে আল্লাহর শাস্তি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

আল্লাহ বলেছেন, তোমার কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তোমার বাবা, সন্তান, ভাই, তোমার স্বামী বা স্ত্রী, তোমার আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ তুমি জমিয়েছ, যে ব্যবসা দিয়ে তুমি রোজগার কর, যে ঘরে তুমি বাস কর, তোমার কাছে আর কি গুরুত্বপূর্ণ? আল্লাহ আরো বলেছেন– "তুমি যদি এই আটটা জিনিসকে বেশী ভালবাস আল্লাহর থেকে, তাঁর প্রেরিত নবী থেকে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করা থেকে তাহলে অচিরেই তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি বর্ষিত হবে। আর আল্লাহ পাপাচারদের পছন্দ করে না।"

জিহাদ শব্দটা এখানে আবার এসেছে। বলা হচ্ছে, "যদি তুমি এই আটটা জিনিসকে বেশী ভালবাস সর্বশক্তিমান আল্লাহর থেকে, আল্লাহর প্রেরিত নবী থেকে। আর জিহাদ না কর, যদি সংগ্রাম না কর আল্লাহ তায়ালার পথে, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ আল্লাহ তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন, অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করেন এবং আল্লাহ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না।"

সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ

হাদীসেও এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। সহীহ বুখারী : চতুর্থ খণ্ড; হাদীস-২৭৮৪ এ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হযরত আয়েশা (রা) [তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী.....] তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কি জিহাদে যাওয়া উচিত না? মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল একটি নির্ভুল হজ্জ।

সহীহ বুখারীর ৫৭৯২ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে, একজন লোক মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসল এবং বলল যে, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত? আর এখানে জিহাদ, সংগ্রাম করা, বলতে বোঝানো হচ্ছে খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তো লোকটা জিজ্ঞাসা করল, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত, খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে? তখন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার কি বাবা-মা আছেন? লোকটা বলল, আছে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল তোমার বাবা-মায়ের সেবা করা। অন্য আরেকটি জায়গায়, যেটার

উল্লেখ আছে সুনানে নাসাঈতে, হাদীস নং ৪২০৯ এতে যে এক লোক মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল কোন জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ? মহানবী ﷺ বললেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে সেই জিহাদ, সব সময় সত্য কথা বলতে হবে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বদলাচ্ছে। কোন সময় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো সঠিক নিয়মে হজ্জ করা। মানে সঠিক নিয়মে তীর্থস্থান ভ্রমণ করা। আরেক জায়গায় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো বাবা-মায়ের সেবা করা। আরেক জায়গায় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ, শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা হল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা। প্রিয় নবী মোহাম্মদ ﷺ বলেছেন (এটার উল্লেখ আছে সহী ইবনে হাবান-এ), মহানবী ﷺ বলেছেন, "একজন মুজাহিদ যে চেষ্টা করে........ একজন মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে চেষ্টা করে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে....... আল্লাহ তা'য়ালার কারণে। আর একজন মুজাহিদ যিনি দেশত্যাগ করে, হিজরত করে, মন্দ হতে ভালোর দিকে হিজরত করে। এখানে আপনি পাবেন যে জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ এক এক রকম হয়েছে। তাহলে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে আপনাকে পড়তে হবে প্রকৃত ইসলামের ধর্মগ্রন্থগুলো অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সহীহ হাদীসে মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীগুলো।

শয়তান ও শয়তানের দেখানো পথ কি?

পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

এখানে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, তুমি বিশ্বাস করো এবং অনুসরণ কর না শয়তানের দেখানো পথ। অনেক জায়গায় কোরআন বলছে শয়তানকে অনুসরণ কর না। কিন্তু এখানে আল্লাহ বলেছেন অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ।

এখানে কি শয়তান আর শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? কেন আল্লাহ তা'য়ালা শব্দগুলো বদলালেন? এটার কারণ হল, উদাহরণস্বরূপ যদি কোন যুবতী মহিলা একজন যুবকের কাছে আসে এবং তাকে বলে যে, চলো রাতে এক সাথে থাকি। যেহেতু লোকটার বিশ্বাস আছে তাই সে বলবে না, কখনো না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা গুনাহ এবং সে এটা করবে না।

কিন্তু অন্য ব্যক্তি যার ঈমান নেই, যদি কোন যুবতীর ফোন আসে সে বলবে একজন যুবতীর সাথে কথা বললে কোন ক্ষতি নেই। তাই সে বার বার ফোনে কথা বলল। কিছুদিন পর মেয়েটি বলল, চল বাইরে এক সাথে চা খাই। আর কিছুদিন পর সে চা খেতে গেল। তখন সে ম্যাকডোনাল্ডস এর মত কোন হোটেলে যেতে পারে, তারা ম্যাকডোনাল্ডে গেল। কিছুদিন পর তারা ডিনার করার জন্য কোন এক রেস্টুরেন্টে যেতে পারে এবং আর কিছুদিন পর তারা এক সঙ্গে রাত কাটাতে পারে কোন একটা হোটেলে। এটা হল খুতওয়াতুশ শয়তান বা শয়তানের দেখানো পথ। যদি শয়তান ঈমানদার ব্যক্তির সামনে আসে সে সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে চিনতে পারবে এবং তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে আকর্ষণ আছে।

শুধু একটা মেয়ের সাথে কথা বললে কি সমস্যা হয়? শুধু একটু চা খেলে কি সমস্যা. কোন সমস্যা নেই, শুধু ম্যাকডোনাল্ডস এ বার্গার খাওয়া কোন সমস্যা নয়। শুধু একটু ডিনার করা, শুধু একরাত ঘুমানো কোন সমস্যা নেই। এটাই শয়তানের পথ। তাই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, তিনি তোমাদের পথ নির্দেশ দিয়েছেন ও তোমরা বিশ্বাস করো, ইসলামের জগতে প্রবেশ কর সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে এবং অনুসরণ কর না খুতওয়াতুশ শয়তান তথা শয়তানের দেখানো পথ। কারণ সে তোমার জন্য একটি ঘোষিত শত্রু। একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো দাওয়াত। ইসলামের সত্য বাণী পৌছে দেয়া। সত্যকে পৌছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ কোরআনে সূরা আল ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।"

আল্লাহ আমাদের সম্মান দিয়েছেন এবং বলেছেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোন সম্মানই দায়িত্ব ছাড়া আসে না। আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি উৎসাহিত কর ভাল কাজে, নিষেধ কর খারাপ কাজ থেকে। আর তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যে কারণে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, সেটা হল আমরা মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করি এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করি। যদি ভাল কাজে উৎসাহিত না করেন এবং খারাপ কাজে নিষেধ না করেন, তাহলে আপনি মুসলমান হওয়ার যোগ্য নন। যারা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এই সম্মান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করা এবং খারাপ কাজে নিষেধ করার কারণে। আর আমি শুরু করেছিলাম পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে। সূরা ইসরার ৮১ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"আর হে নবী ﷺ বলুন, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"

এটা প্রত্যেক মানুষের উচিত হবে যে, সত্যটা পৌঁছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোন মানুষের জান্নাত পেতে হলে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে।

পবিত্র কোরআনের সূরা আসরের ১ থেকে ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করেছে।"

শুধুমাত্র বিশ্বাস আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। বিশ্বাসের পাশাপাশি আপনাকে ভাল কাজ করতে হবে। মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পথে আনতে হবে। যদি এর কোন একটি শর্ত পূরণ না হয়, সাধারণ অবস্থায় কোরআনের আয়াত অনুযায়ী আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না।

মিডিয়া বনাম ইসলাম

আজকে আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, হোক সেটা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজ, কিংবা ম্যাগাজিন, আপনি দেখবেন যে, ইসলামকে তোপের মুখে রাখা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেটেও ইসলাম সম্পর্কে বহু মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কনসাল জেনারেল রিচার্ড হেইনসের সাথে একমত, যিনি চেন্নাইতে বলেছিলেন যে, আমেরিকান জাতি কখনই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আমি তার সাথে একমত যে, আমেরিকার সমস্ত লোকজন ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, আর একই কথা আমি ইন্ডিয়ান ভাইদের বলছি যে, হিন্দুরা সবাই ইসলামের বিপক্ষে নয়। আমাদের অনেক হিন্দু বন্ধু আছে। এতে কোন সমস্যা নেই। এটা হতে পারে ছোট একটা দল যারা ইন্ডিয়ানদের জন্য ইসলামের নিন্দা করে। এটা হতে পারে ছোট একটি দল যারা ইউরোপীয়ানদের লাভের জন্য চেষ্টা করে ইসলামের নিন্দা করতে। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে এটা করে। কারণ কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়।

দুই ধর্মের মানুষকে আলাদা করে রাখতে পারলে সহজে ভোট ব্যাংক কব্জা করা যায়। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কিছু মানুষ। আর এমনি পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান মনোযোগটা নিয়ে যান অন্য দিকে। ফলে ইসলামকে তোপের মুখে রেখে জন্ম হয় আরেকটি ঘটনার। তাই আমি মেনে নিচ্ছি যে, সব মিলিয়ে আমেরিকান জাতি ইসলামের বিপক্ষে নয়। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ার অমুসলিমরাও ইসলামের বিপক্ষে নয়। বিপক্ষে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। আর এ লোকগুলোই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৭৯ সালের ১৬ই এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল এসেছিল। যেখানে ছিল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে ৬০,০০০ এরও বেশী বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। টাইম ম্যাগাজিনের এ আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি যদি হিসেব করেন তাহলে দেখবেন, প্রত্যেক দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আর মিডিয়াকে আমি দোষ দেব এবং দোষ দেব রাজনীতিবিদদের। আমার মতে এ সমস্যার জন্য দায়ী হল মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদরা। আমার কথায় কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। এটা শুধুমাত্র আমার মতামত।

আপনি যদি মিডিয়াকে ভাল করে দেখেন, আমি জানি এখানে অনেক সাংবাদিক আছেন। সকালেও আমি বলেছিলাম যে, অধিকাংশ সাংবাদিকই আছেন যারা সত্যবাদী আর তারা বেশ ভাল। বিপক্ষে রয়েছে অর্ধেকেরও বেশী। এর মানে কিন্তু সবাই জানে। আর আপনি যদি ভালভাবে দেখেন যে, আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যেমন দরুন, যদি কোন মুসলমান মহিলা হিজাব পরেন, তাকে টার্গেট করা হবে। একই সাথে গীর্জার নানকদের দেখেন তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত বাদে পুরো শরীর ঢাকা। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোন মুসলমান দাঁড়ি রাখে তার মানে হচ্ছে সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরাও দাঁড়ি রাখে, তাতে কোন সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ী পরে, তাতেও সমস্যা নেই। আমি দশ বছর আগে যখন প্রথমবার কানাডায় গেলাম, সেখানে দেখি একজন শিখ কোর্টে মামলা করেছে। সে ছিল কানাডিয়ান, আর সে কেস করছে এ কারণে যে, কানাডিয়ান আর্মিতে পাগড়ি খুলবে না বলে এবং সে মামলায় জিতেছিল। আর এখানে দেখি যদি কোন মুসলমান দাঁড়ি রাখে মানুষ তখন অন্য কিছু ভাবে। আমি জানিনা দাঁড়ি কি ক্ষতি করতে পারে। এটা একটা মাছিকেও কিছু করতে পারবে না। একটা টুপি কি ক্ষতি করতে পারে?

কেউ কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে, তাকে অ্যারেস্ট করুন, ভাল কথা। কেউ সন্দেহজনক কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করুন, ভাল কথা। কিন্তু চিন্তা করুন, দাঁড়ি একটা মাছিকেও কিছু করতে পারে না। যদি ভাল করে দেখেন, দেখবেন বেশিরভাগ ধর্মেই ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যীশুখ্রীষ্ট, যিনি ইসলাম ধর্মে একজন নবী, আবার অনেক খ্রীস্টান উনাকে মনে করে তাদের সৃষ্টিকর্তা, উনারও দাঁড়ি ছিল। সাধু-সন্তরাদেরও দাঁড়ি আছে। বেশিরভাগ ধর্মেই গুরুত্বপূর্ণ লোকদের, ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যদি ধর্মগুলো ভাল করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, ওপরের সারির লোকদের দাঁড়ি আছে। তাহলে দাঁড়ি থাকলে সমস্যা কি? আসলে কোন সমস্যাই নেই।

এটা হচ্ছে মিডিয়ার প্রতারণা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এর ফলে সবার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। আমি মুসলমানদেরও দোষ দেব এ কারণে যে, আমরা তাদের কাছে সত্য কথাটা পৌছে দিতে পারছি না। একেবারেই পারছি না। এদিকে কোরআনের বেশ কিছু আয়াত

প্রসঙ্গ ছাড়াই উল্লেখ করা হচ্ছে। আর সমালোচকরা কোরআনের একটা বিখ্যাত আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, কোরআন বলছে, যদি কোন অমুসলিমকে দেখ, তাকে মেরে ফেল।

আপনারা জানেন, ইন্ডিয়ার একজন বিখ্যাত সমালোচক, অরুণ শুরী, একটা বই লিখেছেন, 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অভ ফতোয়া'। তিনি তার বইতে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, সূরা তওবায় ৯ নম্বর পারার ৫ নম্বর আয়াতে আছে, তাঁর মতে কোরআন বলছে, যদি কোন কাফেরের সাথে দেখা হয়, ব্রাকেটের ভেতর হিন্দু, তাকে মেরে ফেল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখ। তাহলে ভেবে দেখেন, যদি কোন সাধারণ হিন্দু, একজন নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, ওহ্! কোরআন বলে, যদি কোন হিন্দুর সাথে দেখা হয় তাকে মেরে ফেল। তাহলে তক্ষুণি তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। লোকটা তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হচ্ছে, হাতে গোনা কিছু লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাচ্ছে। কারণ তারাই 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অভ ফতোয়া'র মত বইগুলো লিখছে।

তিনিও অন্যান্য সমালোচকদের মত কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমে সূরা তাওবার ৯ নম্বর পারার ৫নং আয়াত। তারপর লাফ দিয়ে ৭ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবে যে, কেন এটা করা হয়েছে। কারণ ৬ নং আয়াতে, সব অভিযোগের উত্তর দেয়া আছে এখানে। শানে নুযূলসহ যদি আপনারা সূরা তওবা পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, এর প্রথম দিকে বলা হচ্ছে মুসলমান আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যকার একটি শান্তি চুক্তির কথা। এ শান্তিচুক্তি মক্কার মুশরিকরা ইচ্ছা করেই ভেঙ্গে ছিল। আর তখন মহান আল্লাহ ৫ নং আয়াতে বললেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যখনই তোমার শত্রুকে (কাফের মানে অবিশ্বাসী শত্রু) দেখতে পাবে, তাকে যুদ্ধের ময়দানে মেরে ফেল। তাই যদি কেউ প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেন, সেটা হাস্যকর হবে।

চিন্তা করুন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার সাথে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল, তখন যদি আমেরিকার আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকান সৈন্যদের বলে যে, আমার সেনারা, তোমরা ভয় পেয়ো না। যেখানেই কোন ভিয়েতনামীকে দেখবে মেরে ফেল, এটা তারা বলেছে সাহস দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দেয় যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছে, কোন ভিয়েতনামীকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলবে। তখন কথাগুলো

হাস্যকর হবে। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন আর্মি জেনারেল এমন কথা বলতেই পারেন।

তাহলে একইভাবে আল্লাহ যদি বিশ্ববাসীদের কোরআনের মাধ্যমে বলেন, যখনই শত্রুরা তোমাকে মারতে আসবে, তাদেরকে মেরে ফেলতে ভয় পেয়োনা। তাহলে সেখানে সমস্যা কোথায়? আর এরপরেই ৬ নম্বর আয়াত বলছে যে, যদি অবিশ্বাসীরা শান্তি চায়, তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও, যেন তারা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জানতে পারে। কোরআন কিন্তু একথা বলছে না যে, শত্রু শান্তি চাইলে তাকে ছেড়ে দাও। কোরআন বলছে, তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। আজকের দিনের সবচেয়ে মহৎ আর্মি জেনারেল, সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্য হয়তো বলবে, যদি শান্তি স্থাপন করতে চায়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কোন আর্মি জেনারেল কি বলবে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও? কিন্তু কোরআন একথাই বলছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা

যদি আপনারা শানে নুযুল পড়েন, তাহলে কোরআনের আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। আর আপনারা যে কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন। আমি অনেক ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, শিখদের গ্রন্থ, জৈনদের গ্রন্থ সব পড়েছি। আর আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রায় সবগুলো ধর্মগ্রন্থেই কোন না কোন জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। বাইবেল পড়লে দেখবেন, প্রক্সোডালের গ্রন্থে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ২২ অধ্যায়. অনুচ্ছেদ ১৮ থেকে ২০ বলছে, হত্যা কর। এক্সোডাসের ৩২ নং অধ্যায় বলছে, হত্যা কর। নাম্বারস বলছে, হত্যা কর। নিউ টেস্টামেন্টে লুক এর গসপেল, সেখানেও বলা হচ্ছে, 'হত্যা কর'। যীশু খ্রীস্টের ঐ গল্পটা হয়তো জানেন, তিনি যখন গেতসামেনির বাগানে গিয়ে সৈন্যদের বললেন যে, তোমাদের তরবারী বের করে দাঁড়াও। আর সৈন্যরা তখন তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থেই যুদ্ধকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আপনারা যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' পড়েন তাহলে দেখবেন ভগবদগীতার ২. নম্বর অধ্যায়ে আছে–আপনারা জানেন যে, অর্জুনের খুব মন খারাপ এ কারণে যে, তাকে তার নিকট আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, অর্জুন বলছে, কিভাবে এখানে

হাজার হাজার মানুষের সামনে আমার আত্মীয়দের হত্যা করব? অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তার ভগবান কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ তাকে বললেন, সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর যখন তুমি সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রু কে, সেটা বড় কথা নয়। হোক তারা তোমার আত্মীয়। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক ওপরে, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও।

একই কথা কোরআনের সূরা মায়েদার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ـ

"হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। আর কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালংঘন করতে প্রয়াসী না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। ন্যায় বিচার আল্লাহ ভীতির সবচেয়ে নিকটবর্তী।"

'বিশ্বাসীরা সুবিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, সৃষ্টিকর্তার পক্ষে দাঁড়াও' এমনকি যদি তা তোমারও বিপক্ষে যায়। তোমার বাবা-মার বিপক্ষে যায়, ধনীর বিপক্ষে বা গরীবের বিপক্ষে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ রক্ষাকারী। যদি আপনারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন, তাহলে দেখবেন, প্রায় সব গ্রন্থেই কোথাও না কোথাও, কোন না কোন সময়ে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তার মানে এই না যে, আপনি এক্সোডাল থেকে উদ্ধৃতি দেবেন। অথবা ভগ্বদগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন যে, এটা সবার জানা। ভগ্বদগীতা বলে তোমার আত্মীয়দের মেরে ফেল, এটা হল প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। যদি ধর্মগুলো ভালভাবে বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে ধর্মগ্রন্থগুলো ভালভাবে পড়তে হবে। ধর্মগ্রন্থগুলো ভালভাবে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, সেখানে কি লেখা আছে। আর এ ধর্মগ্রন্থগুলোই হল এসব ধর্মের আসল উৎস। আপনারা জানেন যে, পবিত্র কোরআনের সূরা আল মায়েদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ـ

"এভাবে যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মা ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য কর্মতৎপরতা চালায় সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করে।"

কোরআন বলছে, যদি কোন মানুষ হোক মুসলিম বা অমুসলিম, কাউকে হত্যা করে, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোন অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল। এখানে আরো বলা হচ্ছে, আর যদি কেউ কোন মানুষকে বাঁচালো তাহলে সে পুরো মানব জাতিকে রক্ষা করল।

আর যখন কিতালের কথা আসে, (আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে যুদ্ধ করার নামই হল কিতাল) সেখানেও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কোরআনে এবং প্রিয়নবী মোহাম্মদ ﷺ এর হাদীসেও বলা হচ্ছে, যখন কোন উপায় থাকে না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেই হবে, সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা আল বাক্বারার ১৯০ নং আয়াতে বলেছেন–

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে লড়াইয়ে রত আছে এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

এছাড়াও কোরআনের সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

"আর লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়ে সমগ্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে অত্যাচারী ব্যতীত অন্য কারো ওপর সীমালংঘন করা যাবে না।"

এক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে বার বার নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন আর উপায় থাকে না, এ নিয়ম মেনেই তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মহিলাদের ক্ষতি করব না, আমরা শিশুদের ক্ষতি করব না, বাড়ির ভেতর বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করব না, আমরা মন্দির ভাঙচুর করব না, গাছপালা পোড়াব না, গাছপালা কেটে ফেলব না, শস্য ক্ষেত পোড়াব না, পশুপাখি

হত্যা করব না, এমন আরও অনেক নিয়ম মানতে হবে। একটা বইয়ের কথা বলি যেটার লিখক রামকৃষ্ণ রাও। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনীর ওপরে লিখেছেন যে, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় মোট ২২ বছরে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে, তাতে সর্বমোট এক হাজার আঠার জন মানুষ খুন হয়েছে।

আপনারা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরিসংখ্যান জানেন। সে যুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল? সে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল ২ কোটি মানুষ। ১ কোটি সৈন্য আর ১ কোটি সাধারণ মানুষ। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ৩ কোটি মানুষ। আর আহত হয়েছিলেন সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। এগুলোর সাথে তুলনা করুন, আপনারা যদি পেছনের দিকে তাকান, তাহলে কোরআনের আয়াতগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

ইসলামের প্রসার ঘটেছে কি তরবারির মাধ্যমে?

একটা খুবই কমন অভিযোগ করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে যেটা একেবারে ভুল ধারণা। আর সেটা হল যে, ইসলামের প্রসার ঘটেছে তরবারির মাধ্যমে। ইসলাম শব্দটা এসেছে সালাম থেকে যার অর্থ শান্তি। যার অর্থ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। যখন কেউ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে শান্তির জন্য তখন সে মুসলমান।

চিন্তা করুন, যদি আপনারা অনুধাবন করেন যে, ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছে তরবারির মাধ্যমে? তার মানে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু কোন উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ আছে। যখন কোন সাধারণ মানুষ, কোন নাগরিক বা অন্য কেউ সেই দেশের কোন আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সেই দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে, সঙ্গে অস্ত্রও রাখে।

এদিকে ইসলাম কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলে, প্রধানত শান্তির কথা বলে, সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি চায় না, তারা চায় না সবাই শান্তিতে থাকুক। এদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণাটার উত্তর বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডিলেসি ওলেরি। তিনি তাঁর বই "ইসলাম এ্যাট দ্যা ক্রসেড"-এর ৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে,

মুসলমানদের তরবারি হাতে নিয়ে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না, যে মিথ্যাটা বার বার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, (মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করি নি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের সরিয়ে দিলো, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আযান দিতে পারত না।

আমরা (মুসলমানরা) গত ১৪০০ বছর ধরে আরব বিশ্বে রাজত্ব করছি। কিছু সময় ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে। কিছু সময় ফেঞ্চরাও। এ সময়টা বাদে পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব বিশ্বে রাজত্ব করছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক হল কপটিক খ্রীস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রীস্টান। আরবের এ দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায় নি। মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে ভারত শাসন করেছে, যদি তারা চাইত তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারত। আজকে এক হাজার বছর পরেও ভারতে ৮০% লোক মুসলমান না। এ ৮০% অমুসলিম সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করে নি। কোন মুসলমান আর্মি কি মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। কোন মুসলমান আর্মি কি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোন মুসলমান আর্মি কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন– প্রত্যেকটা নতুন আইডিয়া মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। উনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন। একই কথা আল কোরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

"হে নবী ﷺ! আপনি তাদেরকে আপনার প্রভুর পথে ডাকুন হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

প্লেইনট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৩৪ থেকে ৮৪ সালের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম, সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রীস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি ১৯৩৪ থেকে '৮৪ সাল পর্যন্ত কোন যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমি আবার প্রশ্ন করছি যে, কোন মুসলমান আমেরিকাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমি প্রশ্ন করছি যে, কোন মুসলমান ইউরোপকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইউরোপেও কথা বলার স্বাধীনতা আছে।

ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলিম মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কিভাবে যারা মুসলমান হচ্ছে, তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান আছে। আমেরিকার একটা রিসার্চ কোম্পানি যার অফিস ওয়াশিংটনে— এরা বলেছে যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০,০০০ লোক মুসলমান হয়েছে। ৯ই সেপ্টেম্বরে আমি নিউইয়র্কে ছিলাম, দুই দিন আগেই সেখানে চলে যাই, আমি তখন ছিলাম ইংল্যান্ডে, আর ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে মাত্র ৫/৬ মাসের মধ্যেই আমাকে তিন তিন বার সন্ত্রাসবাদের ওপর কথা বলার জন্য ডাকা হয়। এটা তো ভালই।

তবে ঐ সন্ত্রাসী কাজটা খারাপ ছিল, সালমান রুশদী আমাদের নবীর বিরুদ্ধে লিখেছে, সেটা খারাপ, কিন্তু লোকে জানতে চাইল সালমান রুশদী কি লিখেছে? তারপর সত্যটা জানার জন্য কোরআন পড়লো। আর সত্য জানার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। আজকের দিনে আমেরিকায়ও এ পরিসংখ্যান বাড়ছে। আমেরিকারই একটা প্রধান খবরের কাগজ দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস বলছে এখন আমেরিকানরা জানতে চায় যে, মুসলমানদের কোন বাইবেল পাওয়া যায় কি-না, তারা জানেও না যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন। তারা মুসলমানদের বাইবেল পড়তে চায়। ভালই তো। আর যখনই তারা সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনের ১৭তম সূরা সূরায় বনী ঈসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"আর হে নবী ﷺ ! আপনি বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"

আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। যেটা মানুষের মন জয় করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা মহান স্রষ্টা তিনি। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তিন-তিনবার বলেছেন– সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৩, সূরা সাফ ঃ আয়াত-৯, সূরা ফাতাহ ঃ আয়াত ২৮-এ বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি উহাকে (সত্য দ্বীনকে) সকল জীবন ব্যবস্থার ওপরে বিজয়ী করতে পারেন।"

আমি কথা শেষ করার আগে ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই, তিনি বলেছেন, "লোকেরা দুশ্চিন্তা করে যে, কোন একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের কাছে চলে যাবে। তারা বুঝতে পারে না যে, যেদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনই ইসলামের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

ওয়া আখিরু দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা এখন বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। তবে একবারে একটি প্রশ্ন করবেন। আমরা প্রথম প্রশ্ন শুরু করছি।

প্রশ্ন ঃ স্যার, আমার নাম ওয়াসিগরেন। আমি একজন খ্রীস্টান সাংবাদিক। আমরা জানতাম যে, ক্রুসেডাররা যে ক্রুসেডে গিয়েছিল সেগুলো ছিল পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, ক্রুসেড কিভাবে নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল। এভাবে কি বলা যায় না যে, এ ক্রুসেড থেকেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের শুরু? সত্য কথা বলতে সন্ত্রাস চালিয়েছে, আর এখন তারাই মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে মানুষের সামনে এভাবে তুলে ধরে কেন? ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি বেশ ভাল প্রশ্নই করেছেন। উনি একজন খ্রীস্টান, উনি স্বীকার করলেন আর আমিও আপনাদের বলছি। মুসলমানেরা এ পবিত্র যুদ্ধকে বলেছে "জিহাদ"। এক এক জায়গায় এক এক নাম। আর ক্রুসেড যখন পবিত্র যুদ্ধ তখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এটা খুব পবিত্র। আর তিনি একজন সাংবাদিক, তারপরও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করলেন। এ ক্রুসেড নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আগে কিছু বলি নি। কারণ আমি এখানে ইসলামের ওপর কথা বলছি। আমি এখানে অন্য ধর্মের কথা বলছি না। অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না। সমালোচনা করতে চাইও না। প্রত্যেক ধর্মই শান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, তাই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন যে, ক্রুসেড মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সন্ত্রাস তারাই শুরু করেছে। আর এখন তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে।

আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন, পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ হারে বাড়ছে। মুসলমানেরা যে সবাই ভালো, সে কথা বলছি না। সব ধর্মেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। তবে সব মিলিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে, মানুষকে তরবারির মুখে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে।

কোনদিন না, কখনো না। বরঞ্চ, মুসলমান হওয়ার কারণে অনেক মানুষকে হেনস্তা, অপদস্ত করা হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান আপনি পাবেন, যদি আপনি বাইবেল পড়েন। বাইবেলে দেখবেন, যীশু খ্রীস্ট বা ঈসা মসীহ বলেছেন– (ম্যাথিউ এর গসপেলে। অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১-এ।)

"যদি কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পর দেয়, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ তার সাথে এক মাইল থাকতে বলে, তুমি দুই মাইল তার সাথে থাক। যদি কেউ তোমার জামাটা চায়, তাকে তোমার আলখাল্লাটা দিয়ে দাও।"

তাহলে যীশু খ্রীস্ট যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর একজন প্রেরিত নবী, তিনি আমাদের শান্তি কি তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।" আপনি যদি ভাল করে দেখেন, যদি ভালো করে বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখবেন কোথাও লেখা নেই যে, যীশু খ্রীস্ট বা ঈসা মসীহ মুসলমানদের অপদস্ত করতে বলেছেন। আর সে জন্য আমি সবাইকে বলছি, যে ধর্মগ্রন্থ আপনার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সেই গ্রন্থে ফিরে যান। যেই ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে পবিত্র, সেটা ভাল করে পড়েন। কোরআনে বলা হচ্ছে, (সূরা আল ইমরান ঃ পারা-৩, আয়াত নং ৬৪-তে)

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ـ

"তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি উহাকে (সত্য দ্বীনকে) সকল জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করতে পারেন।"

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম সিলে রাজা। আমি একজন অমুসলিম। আমার ভাই সাইফুল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন যে, স্টেজের ওপরে বসে আছে, সে মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর এজন্য বাবা-মায়ের সাথে ওর বেশ সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার প্রশ্ন না, আসলে আমি এখানে অন্য ধর্মের মানুষ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি একটা কথা বলতে চাই যে, অমুসলিমরাও যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার ভেতরে এবং আলোচনার বাইরেও। এটা

একটা সুযোগ। আর সুযোগ সব সময় আসে না। আপনি এটার সদ্ব্যবহার করেন। আমি যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী আছি। আপনি যদি অমুসলিমও হন, আমি সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। আলোচনার ভেতরে এবং বাইরে যে কোন ধর্মের ব্যাপারে। এটা আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ ভাই, প্রশ্নটা বলেন।

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে এখন যা পরিস্থিতি আর ১১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা বিস্ফোরণ হল সে পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আসলে আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। আশেপাশের সবাই এখন ওসামা বিন লাদেন আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। সবাই বলছে, ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন। আমার ভাইয়ের মতামত হল যে, ইসলাম এক জিনিস, আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস। আমি আসলে একটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে স্রষ্টা বিশ্বাসী একজন লোক হিসেবে, আপনার কি মনে হয়, মুসলমানরা সবাই বলতে পারবে যে, ইসলাম এক জিনিস আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল, আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে। আমার বন্ধু শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার প্রশ্ন হল, স্রষ্টা কেন মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। কোরআনের কোন আয়াতে বা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর হাদীসে কি এ ব্যাপারে কিছু বলা আছে যে, কি কারণে স্রষ্টা মানুষকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রশ্ন এটাই। আর আমার ধারণা, এর পরে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার এবং ড. ফাতিমা মুসিফার আর ড. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এ প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্ন মূলত দু'টি। প্রথম প্রশ্নটা ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, কেন মহান স্রষ্টা মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। প্রথম প্রশ্নটা হল, ওসামা বিন লাদেন কেন ইসলামের নেতৃত্ব দেবে? ইসলাম এক কথা বলে আর লাদেন আরেক কথা বলে, আর আমি ওসামা বিন লাদেনকে কিভাবে দেখি? ভাই, আমি ওসামা বিন লাদেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন পরিচয় নেই। তার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি।

এ প্রশ্নটা কয়েক মাস আগে আমাকে অস্ট্রেলিয়াতেও করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি কি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে

করেন?" আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনকে চিনি না। তবে আমরা প্রত্যেক দিন যে খবরগুলো বিবিসি, সিএনএন ইত্যাদিতে দেখছি, আর যদি খবরগুলো সত্য বলে মেনে নেই, তাহলে তাকে সন্ত্রাসী না মেনে উপায় নেই। কিন্তু পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

"যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি এমন কোন সংবাদ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়– যাতে তোমরা অজ্ঞভাবে কোন জাতির ওপর ঝাপিয়ে পড়বে অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কখনো তার সাথে দেখাও হয় নি। খবরগুলোর সত্যতা যাচাই না করে বলতে পারছি না, সে আসলেই সন্ত্রাসী কি-না। তবে একটা কথা বলতে পারি, তাঁকে সিএনএন-এ সবসময় বলা হচ্ছে, এক নম্বর সন্দেহভাজন, প্রমাণ নেই। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেও বুঝবে, যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলো কোন প্রমাণই না। অপরাধের প্রমাণ কোথায়? আমি ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বলছি না। উনি আমার বন্ধু না। আমি তাকে চিনি না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভালো। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করাটা কি যৌক্তিক? পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.